দৈনিক বাংলা

022

তারিখ ... 13.9.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

সাক্ষরতা দিবসে এরশাদ

৫ বছরে আড়াই কোটি লোককে সাক্ষর করা হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন যে দেশের নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যে সরকার একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট এ কথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে ১০ থেকে ৩০ বছর বয়সের প্রায় আড়াই কোটি নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে বছরে ৪৮ লাখ জনগণকে সাক্ষর করে তোলা হবে। উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভিত্তি করে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা হবে।

তিনি আরো বলেন যে, সরকারের এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি জাতীয় বাস্তবায়ন সেল থাকবে। সার্বিকভাবে কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দানের জন্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ গণশিক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় উপ-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সাক্ষর করা হবে

(প্রথম পৃঃ পর)

দেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীও এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সরকার দেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। বর্তমান অর্থবছরে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে যার পরিমাণ হচ্ছে ৪শ ৭০ কোটি টাকা। প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি দুই বর্গমাইলে অথবা প্রতি দুই হাজার জনসংখ্যার জন্যে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট দেশে সাক্ষরতার হার উদ্বেগজনকভাবে কম বলে উল্লেখ করে বলেন, আমরা যারা শিক্ষিত বলে সমাজে দাবী করি এবং যারা শিক্ষা প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের জন্যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার বিষয়। শিক্ষার প্রসারে শিক্ষিত সমাজের একটা বিশেষ দায়িত্ব এবং সামাজিক কর্তব্য আছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে সাক্ষরতা বিস্তারে অগ্রগতি মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ জন সংখ্যাকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার।

প্রেসিডেন্ট সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে নেয়া অতীতের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে বলেন যে এসব কর্মসূচীর পেছনে অতীতে প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করা হয়েছে কিন্তু সেসব বাস্তবায়নের চিত্র খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাক্ষরতা বিস্তারে দেশের বিত্তবান, শিক্ষিত, শিক্ষক-ছাত্র, সমাজসেবী সংগঠন ও সরকারের গৃহীত সাক্ষরতা কর্মসূচীর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এর আগে প্রেসিডেন্ট সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পোস্টার ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ-ছাড়াও তিনি শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারীতে এ উপলক্ষে আয়োজিত একটি বই ও পোস্টার প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদানকালে শিক্ষা মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী বলেন যে উন্নয়নের ফল সংহত করতে আমাদের জাতিকে অবশ্যই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। আর এটা আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য।